বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন

প্রয়োগ অর্জন প্রাসঙ্গিকতা

হরিদাস ঠাকুর
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা
খাদিজা তুল কোবরা

Scanned with CamScanner

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৬ জুন ২০১৮ তারিখে ঘোষণা করেন: ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মতারিখ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষ পালিত হবে। এখানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীও থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যেসব জাতীয় দিবস পড়বে সেগুলোকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হবে। দেশের ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পর্যন্ত এই বর্ষ পালন করা হবে। মুজিববর্ষ সরকারিভাবেও পালিত হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের পূর্ণ হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। এই ৩১ দফার প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় মুজিববর্ষ সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন: (১) ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যন্ত উদযাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু মানে "একজন মহৎ স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মিলিত ঐকতানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের গৌরবগাথার উৎসারণ"। বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন-একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, ঠিকানা প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান, একটি ইতিহাস, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা, জাতির উত্থান-রাজনীতির কবি, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু বাংলার-বাঙালির। তিনি বাঙালির জীবনে হিরন্ময় জ্যোতি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অবস্থান বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। তিনি শুধু বাঙালি জাতিরই মহান নেতা ছিলেন না, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ-এই শব্দ তিনটি সমার্থক। সার্থকভাবেই তাই আমরা বলতে পারি- (ক) বঙ্গবন্ধু: (১) একটি নাম-বাঙালির আবেগের রসে সিক্ত; (২) একটি আবেগ- বাঙালির প্রাণের ভেতর থেকে উত্থিত; (৩) একটি শব্দ- বাঙালির হাজার বাক্যের

Scanned with CamScanner

ভাবপ্রকাশক; (৪) একটি দর্শন-বাঙালি জাতির মানসলোকের উদগাতা; (৫) একটি ধর্ম-বাঙালির জীবনচলার পাথেয়; (৬) একটি সঙ্গীত- বাঙালিকে একসূত্রে গাঁথার তাল-লয় ও ছন্দ; (৭) একটি আন্দোলন-বাঙালিকে প্রত্যয়দীপ্ত শক্তিতে আবেষ্টনকারী; (৮) একটি অমিতজয়ী তেজ/শক্তি-বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি এবং (৯) একটি দেশ- সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে অর্জিত। (খ) বঙ্গবন্ধু এ নামটি: (১) মুক্তিসংগ্রামের স্মারক; (২) মানবতার উন্মেষের পরিচায়ক; (৩) সম্প্রীতির ধারক; (৪) অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদগাতা; (৫) শাসন-শোষণ-নির্যাতন-উৎপীড়ন-অবহেলার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; (৬) শোষিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার হুঙ্কার এবং (৭) সাম্য-মৈত্রী-জাগরণ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের আবাস গড়ার এক উজ্জ্বল কর্মযজ্ঞ/মর্মযুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু এই একটিমাত্র নাম দ্বারাই বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম-চেতনা-আবেগমথিত ভাবধারা-সম্মিলিত প্রয়াসের মহত্তম অর্জনের নির্যাস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট প্রত্যয়/চেতনার অধিকাংশের প্রকাশ করা সম্ভব। অতীত থেকে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যত অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু আমাদের হিরন্ময় জ্যোতিষ্ক।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় একটি আন্দোলন ও চেতনার নাম–একটি আদর্শ ও সংগ্রামের নাম। ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হলেও সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যা যৌথ মালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে সমবায় হচ্ছে তিনটি বল বা শক্তির সমষ্টি। এগুলো হলো-জনবল, অর্থবল ও মনোবল। জাতির পিতা এই তিন বলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আর তাইতো বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তর সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে এবং নিম্নোক্ত সমবায় প্রত্যয় ঘোষণা করতে হবে: সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের

Scanned with CamScanner

এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক-এটি যেমন সত্য; তেমনি সত্য বঙ্গবন্ধুর জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন ভাবনা। বঙ্গবন্ধুর এই জনগণমুখি উন্নয়ন ভাবনায় আমরা সমবায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই। আগামী বছর জাতীয় পর্যায়ে সাড়ম্বরে পালিত হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ:২০২০-২০২১। আলোকিত মুজিববর্ষের প্রাক্কালে ২০১৯ সালের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'। আমরা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে সমবায় ও এর প্রাসঙ্গিকতা, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দ্যোতনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের কার্যকর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে 'সমবায় আন্দোলন'কে জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' দর্শনকে 'জাতির পিতার সমবায় বাংলা'য় কার্যকর করতে পারি। আর তাহলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাযজ্ঞে 'সমবায়কে আন্দোলন'কে সম্পৃক্ত করে জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।

প্রচলিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়- 'সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন'। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুপদী সংজ্ঞা মতে, 'সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্ঠা।' সমবায়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে COOPERATIVE. COOPERATIVE শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'COOPERARI' থেকে। এখানে 'co' এর অর্থ 'সাথে' ('with') এবং 'operari' শব্দের অর্থ 'কাজ করা' ('to work') সুতরাং 'COOPERARI শব্দের অর্থ দাড়ায় একসাথে কাজ করা। ("working together.")। ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচনান্ত পদের ('আমরা') সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই 'আমরা' শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই 'সমবায়' নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত। সমবায় 'আমি' কে 'আমরা'য় পরিণত করে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটায়। ব্যাকরণগতভাবে বলা যায়, 'আমি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'I' অপর দিকে 'আমরা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'We'। 'আমি এর চেয়ে 'আমরা' অনেক বেশি শক্তিশালী কারণ আমি দএকক ব্যক্তি' কিন্তু আমরা হচ্ছে 'ব্যক্তির সমষ্টি'। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা জানি,'আমিত্ব' ত্যাগ করতে বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মে।

কারণ 'আমি' থেকে 'আমরা'য় পরিণত হলে কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: Illness মানে অসুস্থতা। কিন্তু এই Illness শব্দের I কে (আমি) We (আমরা) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলে হয়ে যায় Wellness যার অর্থ সুস্থতা।

Scanned with CamScanner

এভাবেই সমবায় সমাজে একক ব্যক্তিকে সমষ্টিতে পরিণত করে সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটায়। এটাই সমবায়ের মৌল চেতনা।

সমবায় হচ্ছে মূলত একটি বল বা শক্তি। এই বল তিনটি বলের সমষ্টি। জনবল-মনোবল-অর্থবল। জনবল, মনোবল ও অর্থবলের সমষ্টি মানুষকে উন্নতির পথে ধাবিত করে। সমবায় এই তিনটি বলকে একত্রিত করে শক্তির সম্মিলন ঘটায়। আবার বলা হয়ে থাকে, সমবায় হচ্ছে এর সদস্যদের ২৪ ঘন্টার নিজস্ব ব্যাংক। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের পর এর আমানতকারী বা গ্রাহককে অর্থ দেওয়া হয় না। কিন্তু সমবায় সমিতি সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন হওয়ায় দিন রাত ২৪ ঘন্টায়ই এর দরজা সদস্যদের জন্য খোলা থাকে। কারণ সমবায় হচ্ছে দু:খ কমানোর মন্ত্র এবং আনন্দ বাড়ানোর যন্ত্র। সদস্য বিপদে পড়লে সমবায় সমিতি রাত দুপুরেও সদস্যদের বিপদে এগিয়ে আসে।

শতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কংকালসার অবস্থায় বিরাজমান বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন একান্তই সময় ও চাহিদার দাবীতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে সমবায় আন্দোলনের বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর বহুল কথিত একটি উক্তির কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৯১৭ সালে বলেছিলেন- “we will not measure the success of the Movement by the number of cooperative societies formed, but by the moral condition of the cooperators.” আমরা সংখ্যা দিয়ে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচার করবো না-বিচার করবো সমবায়ীদের নৈতিক অবস্থান দ্বারা।” মহাত্মা গান্ধীর উক্তিটির সারবত্তা নিয়েই সমবায় আন্দোলনের বর্তমান দুরাবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখতে হলে সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে ও দ্যোতনায় ভাবতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি সমবায় রূপকল্প বা সংজ্ঞার প্রস্তাবনা করতে চাই। রূপকল্পটি হতে পারে এরূপ: বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশের সমবায় সমিতিরসমূহ স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করবে ।

সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় রূপকল্প বাস্তবায়নের একটি ধাপ হতে পারে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ। উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞানুসারে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ বা Instituionalization হলো : Making part of a structured and usually well-established system.

Scanned with CamScanner

অন্যভাবে বলা যায় প্রাতিষ্ঠানীকিরণ হলো এমন একটি ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি যেখানে একটি প্রাতিষ্ঠান তার দীর্ঘমেয়াদের কাজের জন্য একটি আদর্শ মানদ- অর্জন করে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপরিহার্য একটি উপাদান। মুলত: প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘমেয়াদে চলতে পারে না। সমবায় সমিতির জন্যও বিষয়টি সমধিক প্রযোজ্য। বাংলাদেশে আমরা শত বছরের প্রাচীন সমবায় প্রতিষ্ঠান যেমন পাই, তেমনি প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বিলুপ্ত হওয়ার মত সমবায় প্রতিষ্ঠানও দেখতে পাই। এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করেই আমাদের সমবায় সমিতিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে "আমি পারি-আমরাও পারি" সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার (১)Economic Capital;(২) Human Capital; (৩) Social Capital; (৪) Natural Capital এবং (৫) Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে। এ জন্যই বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় । সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে-(১) গণতন্ত্র ; (২) অর্থনীতি; (৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা; (৪) উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ; (৫) সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি (৬) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।" আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা'। আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

Scanned with CamScanner

[১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ঃ (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা ।]

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে । তিনি গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে । উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন-

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন । এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে । কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ । সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে ।...
বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন । আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে । ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি । নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি ।

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা । কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা । তিনি বলেন 'ক্ষুদ্রায়তান ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে । কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে । তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে । তাঁদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে । সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে । গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ।' বাংলাদেশেরর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামীণ আয়ের সুষম বিতরণের কৌশলস্বরূপ সমবায়কে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন-

Scanned with CamScanner

The co-operative institution will assist by organizing landless labourers and involving them in decision making. Such organized labour-force will facilitate implementation of Rural Works Programme schemes and help the workers to systematically migrate towards new jobs seasonally. Rural industries will be located in a dispersed manner. This will be done specially in regions outside the intensive agricultural areas, perhaps somewhat more than would be justifies in terms of costs and benefits. Many of the rural industries will be co-operative based do as to ensure benefits to a large number of rural families.

উক্ত পরিকল্পনায় কো-অপারেটিভ ডেইরি কমপ্লেক্স এর কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। সার বিতরণের ক্ষেত্রে বিএডিসি এর পাশাপাশি সমবায় সমিতির উল্লেখ রয়েছে। আবার গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও জাতীয় সমবায় ঋণদান ব্যাংকের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সমবায়ের কার্যকারিতা ও সফলতার উপকরণকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-

The effectiveness and success of the co-operative development programme will basically depend on a number of supportive government policies and action. First the government and the party in power shall have to mobilize the whole political machinery and the mass media of communication in favour of the movement. Second, the distribution of all modern inputs should be treated preferentially in this regard.

Similarly in procurement and marketing the co-operatives should be given perference. Third, the co-operative laws/acts should be modified and the regulatory functions (audit, registration, etc) should be strengthened and made more effective in a positive sense so that acts and regulations help in the healthy growth of co-operatives. Fourth land reform programmes should be closely related to development of co-operative organization. The programme of distribution of land to landless cultiva tors should be promoted. On the other hand, the cooperative organizations should be encouraged and given responsibilities of implementating land reform and related programmes. Thus such programmes as reclamation and productive use of derelict tanks, improvement of hats and bazars, etc., can be implemented throught co-operatives."

Scanned with CamScanner

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না ও সংশিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত হয়না। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বন্টন ও সরবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দূর্নীতির কথা জানতেন-দূর্নীতিবাজদের কথা জানতেন-সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন:

> ...সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছ, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে -তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ...আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।...আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই। ... আমি এ কথা জানতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, একটা কথা। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সিল করব, সাব-ডিভিশনাল কাউন্সিল হবে, আর আমি যে আপনাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ফসল চেয়েছি জমিতে যে ফসল হয় তার ডবল...।

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত পাই। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিস ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড বৃটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিসট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

Scanned with CamScanner

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা। বঙ্গভবনের ঐ বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন-

> ...বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেটিভে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের মেনে কাজ করি। চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি। সব কিছু নিয়ে সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি, ৬০ টা থেকে ৭৫ কি ১০০ টা কো-অপারেটিভ করব। এই কো-অপারেটিভ-এ যদি দরকার হয় সেন্ট্রাল কমিটির এক একজন মেম্বার এক একটার চার্জে থাকবেন। লেট আস স্টার্ট আওয়ার সেল্ভস। ...লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স ইউ আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মালটিপারপাস সোসাইটি-দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তক। তিনি সময়ের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য চাহিদা, কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, অব্যবহৃত পতিত কৃষি জমি উৎপাদনের বাইরে পড়ে থাকা-এসব সমস্যার কথা আগেই বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু 'গ্রাম সমবায় সমিতি'র পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের অনেক সমস্যার উদ্ভব হতো না বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। গ্রাম সমবায় গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে তার ছিল স্পষ্ট দর্শন ও মনোভাব। গ্রাম সমবায়ের রূপরেখা তিনি স্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন। এ বিষয়ে এক গভীর অন্তদৃষ্টি আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাই-

> ...কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, থাক। ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। ... আমি নিজে ঠিক করছি আমার পদ্ধতি। যেটা করে এক একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কো-অপারেটিভ করতে হবে। সেটা হবে মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ... একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ্ তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভে মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও- আমাদের করে দাও।...কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।

Scanned with CamScanner

গ্রামের আর্থ-সামাজিক চিত্রে আমুল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র দীন দূঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু "বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়" কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিলো:

(১) পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন। (২) এই সমস্ত পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ। (৩) প্রতিটি গ্রাম সমবায় পরিচালনার জন্য সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামুলক সমবায়ের সভ্য হবে। (৪) মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুর সমবায়ের কাজের জন্য নগদ পারিশ্রমিক পাবেন। (৫) সমবায় ক্ষেত খামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমি মালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে); (৫) সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে। (৬) সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে এবং সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানান কুটির শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। (৭) সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকী অংশ সমবায়ের নানান দূর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য জমা থাকবে।(৮) সরকার গ্রাম সমবায় এলাকার আইন-শৃংখলা, রাস্তাঘাট, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ,কীটনাশক ওষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে। (৯) সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশ গ্রহনের ভিত্তিতে যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট খাট কল-কারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে। (১০) প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে। (১১) প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে 'আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। (ক) আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা পরিষদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে উভয় কার্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একজন ও জাতীয় দলের থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শক হিসেবে থাকবেন। তবে এদের ভোটাধিকার থাকবে না। (খ) মূলতঃ প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগনিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা, শৃংখলা ও উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্ব সমবায় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। (গ) সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

Scanned with CamScanner

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাধ্যতামূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগীতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়ন মূখী ও জনমূখী (Pro-development and Pro-people) চিন্তার আলোকে জনবান্ধব (Pro-people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো:

(ক) গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক- কৃষাণী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেতো। (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো। (গ) ফসলের উদ্বৃতাংশ বিদেশে রপ্তানী করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো। (ঘ) দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো। (ঙ) বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারী উদ্যোগে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। (চ) ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকবৃন্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা সাধারনকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। (ছ) গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি। (জ) গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারণের উপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো। (ঝ) ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো। (একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পাকিস্তান আমলে এদেশের কৃষকের খণ্ডিত বিভিন্ন জমিতে যে পরিমাণ আইল ছিল তার পরিমাণ যোগ করলে তৎকালীন বগুড়া জেলার আয়তনের সমান হতো। এ চিত্র বর্তমানে পাল্টেনি। বরং আরো প্রকট হয়েছে জমির বিভক্তির ফলে।) (ঞ) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো।

আমাদের জাতির পিতার ভালোবাসায় মৌল অবস্থানে ছিল বাংলার জনগণ ও তাদের উন্নয়ন। সমবায় ছিল এই উন্নয়ন দর্শনের চালিকা শক্তি। বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্ত:স্থলের বিশ্বাস থেকে উৎসারিত প্রতিটি কথাই যেন তার দর্শনকে প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে আমরা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে সম্যকভাবে উপলব্দি করতে পারি-

Scanned with CamScanner

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে,আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন মানে উন্নয়নের দর্শন। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। যদিও তিনি সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতো। বঙ্গবন্ধুর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধার করেছিলেন মালয়েশিয়ার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) মাহাথির বিন মোহাম্মদ। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মূলত বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৯৪-৯৫ সালেই মাথাপিছু জিডিপিতে মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেত বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াত ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলার। ওই সময়ে মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল ১৫ হাজার ৫২৬ কোটি ডলার। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গড়ে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছরে দেশের অর্থনীতির পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ ৩ লাখ ৪১ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা (৩.৪২ ট্রিলিয়ন ডলার)। (২৮৮ লাখ কোটি টাকা বা ২৮৮ ট্রিলিয়ন টাকা)।[১] বাংলাদেশের এই এগিয়ে যাওয়ার কর্মপরিকল্পনার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ছিল সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্দি করতে পারি, বঙ্গবন্ধু 'সমবায় আন্দোলন'কে 'সোনার বাংলা' নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি এর জন্য প্রায়োগিক ক্ষেত্র 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এ জনবান্ধব উদ্যোগের অসমাপ্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের জঘণ্য হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন নিয়ে বর্তমানে অনেক কথা উচ্চারিত হলেও এর স্বরূপ ও দ্যোতনা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিয়ে কোন ব্যাপক পরিসরে গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক উৎসাহে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: বাস্তবতা-অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে গবেষণার কার্যকর উদ্যোগে গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ইগালেটারিয়ান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে পাকিস্তানের মতো অভিজাতশ্রেণি গড়ে উঠবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন

১. বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেত' শীর্ষক ড. আবুল বারাকাত এর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য: দৈনিক আমাদের সময়- ১৩ আগস্ট ২০১৮।

Scanned with CamScanner

একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা হয়।[২] আর সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়নের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

জাতির পিতার উপরোক্ত সমবায় দর্শনের আপ্তবাক্য আমাদের পথের দিশা দেখায়। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকেও আমাদের পাথেয় হিসেবে পাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

> আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্খা ছিল। তিনি বহুমুখি গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁকে হত্যা করার পর সেটি আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখি কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি।

জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেগসিক্ত অঙ্গীকারের ভেতরেই রয়েছে সমবায় আন্দোলনকে জনগণমুখি ও উন্নয়নমুখি করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিশা। মুজিব শতবর্ষে আসুন আমরা সেই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হই।

Scanned with CamScanner

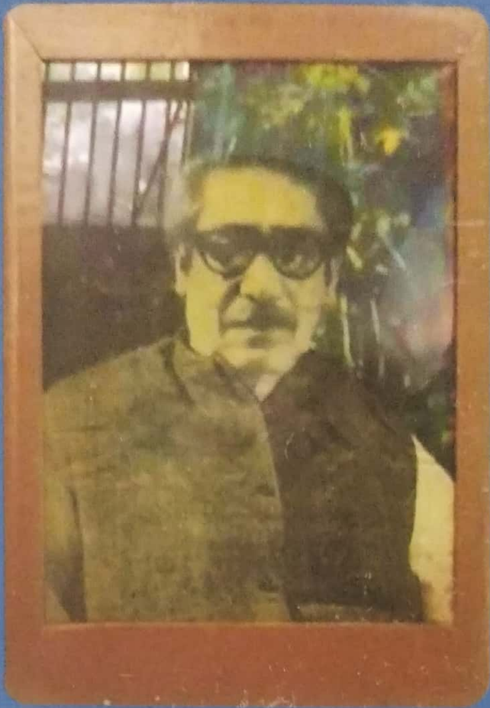

১৯৬৪

২০২০

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কুমিল্লা

ISBN: 978-984-35-0838-6
9789843508386

Scanned with CamScanner